দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 7/8/78 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 7 ...

# কিশোর-অপরাধ

কিশোর-অপরাধ বলতে বুঝায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের দ্বারা সমাজে উচ্ছৃংখলতা বা অপরাধমূলক কার্যকলাপ। বিসলার কিশোর অপরাধকে সামাজিক মূল্যবোধের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ এ্যান এ্যাপ্লাস্টিক ইনফ্রিজমেন্ট অন সোশিয়াল ভ্যালুস বলে বর্ণনা করেছেন। সমাজ বিজ্ঞানী বার্টের মতে, 'কোন শিশুকে তখনই অপরাধী বলে মনে করতে হবে, যখন তার অপরাধ অসামাজিক কাজের প্রবণতার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে।' আবার এ ডি জল বলেন, 'কিশোর-অপরাধ বলতে একদল কিশোর বা একই বয়সের কিশোরদের বুঝায়, যারা প্রচলিত আইন, শৃংখলা ও নিয়মকানুনের পরিপন্থী কাজ করে।'

বিভিন্ন দেশে কিশোর-অপরাধীদের বয়ঃসীমার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত কিশোর বলতে ৭-২০ বছর পর্যন্ত বয়ঃসীমাকে ধরা হয়। ঐই বয়সে যদি কোন কিশোর রাষ্ট্র ও সমাজের আইন ও রীতিনীতি ভঙ্গ করে অসামাজিক কার্যে লিপ্ত হয় তাকে কিশোর-অপরাধী বলে গণ্য করা হয়। তবে বার্মা, সিংহল, ভারতের ন্যায় বাংলাদেশের প্রচলিত সাবেক দণ্ডবিধি আইনানুযায়ী সাত বছরের কম বয়সের শিশু কর্তৃক কোন অপরাধ করা হলে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হয় না।

পাশ্চাত্য দেশগুলির মতো কিশোর-অপরাধ ভয়াবহ আকার ধারণ না করলেও বাংলাদেশে কিশোর-অপরাধ বৃদ্ধির প্রবণতা আমাদের ভাবিত করে তুলেছে। কিশোর-অপরাধের বিভিন্ন লক্ষণ যেমন স্কুল পালানো, পরীক্ষাকেন্দ্রে নকল প্রবণতা, গাড়ি হাইজ্যাক, ব্যাংক ডাকাতি, সিনেমা বা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে জোর খাটিয়ে অনধিকার প্রবেশ করা, গাড়ির টায়ার ব্লেড দিয়ে কাটা, তরুণদের মদ্যপায়িতা, পিতামাতা গুরুজনদের অবাধ্যতা, অসংযত যৌন সম্পর্ক, মেয়েদের উত্যক্ত করা প্রভৃতি আমাদের সমাজে অহরহ সংঘটিত হচ্ছে এবং এই ধরনের প্রবণতা বেড়েই চলেছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর পরই যে আমাদের সমাজে এই অপরাধ প্রবণতার হার মারাত্মকভাবে বেড়েছে তা অতীতের অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায়।

দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সরবরাহকৃত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ১৯৭৬ সালে যেখানে শাস্তিপ্রাপ্ত কিশোর-অপরাধের মোট সংখ্যা ছিল ৬৯৪৮ জন, ১৯৭৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে তা হয়েছে ৭৪০১ জন।

উপরোক্ত তথ্য থেকেই আমরা সহজে অনুমান করতে পারি আমাদের দেশে কিশোর-অপরাধ কি হারে বাড়ছে। এছাড়াও পুলিশের অগোচরে এমন বহু অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে যার সত্যিকার হিসেব আমরা জানি না। তাই দেশের যুব সমাজকে অপরাধ প্রবণতার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে কিশোর-অপরাধীদের প্রারম্ভেই সংশোধন করতে হবে।

কিশোর-অপরাধের কারণ সম্পর্কে অপরাধবিজ্ঞানী ও মনস্তত্ত্ববিদদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। প্রখ্যাত ইটালীয়ান অপরাধ তত্ত্ববিদ সিজার লম্ব্রসো মনে করেন অপরাধীরা অপরাধ করার অনুকূলে দৈহিক উপকরণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অপরাধের কারণ হিসাবে তাঁর মতবাদকে আংশিক সত্য বলতে পারি। আসলে কিশোর অপরাধের জন্য একটি মাত্র কারণ দায়ী নয়। অনেক কারণই এর মূলে। অপরাধের মূল কারণ উদ্ঘাটন করতে হলে ব্যক্তির দৈহিক অবস্থা থেকে শুরু করে পরিবার, পরিবেশ, শিক্ষা, অর্থনৈতিক কারণ বংশগত প্রভাব—এসবের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সংক্ষেপে কিশোর-অপরাধের মূল কারণগুলি হলো: মানসিক বিকলঙ্গতা ও অসুস্থতা কিশোর-অপরাধ প্রবণতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। এছাড়াও সামাজিক ও নৈতিকতার অভাব, পারিবারিক অশান্তি, ছেলেমেয়েদের প্রতি বাবা-মার অবহেলা, কঠোর শাসন অথবা অত্যাধিক প্রশ্রয়, স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করা, নার্সারি শিক্ষার অভাব, সঙ্গদোষ, অর্থনৈতিক কষ্ট, পিতামাতার চারিত্রিক দুর্বলতা, নিরক্ষরতা, শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে পারিবারিক ভাঙন, গঠনমূলক আমোদ-প্রমোদের অভাব এবং অস্ত্র শস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা ইত্যাদি কিশোর-অপরাধের জন্য দায়ী।

অপরাধ হলো সমাজদেহের ব্যাধি। সামাজিক ব্যাধি বলতে আমরা যা বুঝি তা হলো প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে অসুস্থ প্রবণতার সৃষ্টি হয়ে তা সমাজের কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। এসব ব্যাধির ফলে সমাজে নানা ধরনের অপরাধের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই কিশোর-অপরাধকে সমাজদেহ থেকে নির্মূল করতে না পারলে ভবিষ্যতে এর সমস্যা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারে যেখান থেকে আইন শৃংখলার আওতায় এনে তাদেরকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্পূর্ণ অসম্ভবও হয়ে পড়তে পারে।

কিশোর-অপরাধ নিবারনের জন্য প্রথমে বাড়ির পরিবেশকে সুষ্ঠু করতে হবে। মনে রাখতে হবে পরিবারই শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল সোপান। সুষ্ঠু সামাজিকরণের মাধ্যমে শিশুদের লালন-পালন করতে হবে।

উপদেশ দিয়ে নয়, বরং দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাকে শিক্ষা দিতে হবে কোনটি গ্রহণীয়, কোনটি বর্জনীয়, দোষনীয়। সুষ্ঠু সামাজিকরণের ক্ষেত্রে মায়েরা শ্রেষ্ঠ অবদান রাখতে পারেন। তাই সর্বাগ্রে মায়েদের শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ছেলেমেয়েকে সুযোগ্য করে তুলতে হলে যেমন একদিকে দরকার উপযুক্ত স্নেহ যত্নের, তেমনি একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে পরিচালিত করে জীবনে সফলতা অর্জনে সমর্থ করে তোলাই হবে মায়ের আসল দায়িত্ব।

কিশোর-অপরাধ দমনে স্কুল বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। একজন উপযুক্ত স্কুল সমাজকর্মী এর প্রধান দায়িত্ব পালন করবেন। স্কুল সমাজকর্মী ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে দুষ্ট, অবাধ্য ও সমস্যাগ্রস্ত কিশোরদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যাওয়া ছাড়াও নানা ধরনের চিত্ত বিনোদনমূলক কার্যসূচীর মাধ্যমে শিশুদের সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে সাহায্য করতে পারেন।

আমরা জানি, 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।' সাধারণত শিশুদের গঠনমূলক কাজ এবং অবসর সময়ে খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখলে অপরাধমূলক কাজ করার সুযোগ পায় না। তাই তাদের জন্য খেলাধুলার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় শিশু সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। পার্ক, মাঠ ও খেলাধুলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে নগ্ন ও অশ্লীল পত্রপত্রিকা, বই-পুস্তক, ছায়াছবি উদ্ধার ও নিষিদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে অপরাধ দমন করার উদ্যোগ নিতে পারেন।

দেশের জাতীয় সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, রেডিও, টেলিভিশন, ডকুমেন্টারী চলচ্চিত্র, শিশু অপরাধের কারণগুলি বর্ণনা করে, কিভাবে এর প্রতিকার সম্ভব তা নিয়মিত প্রচার করে কিশোর-অপরাধ দমনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। যেসব খবর, ছবি তাদের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি করতে পারে তা প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কথায় বলেন: প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধ উত্তম। সমাজে কোন শিশুই অপরাধী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। সমাজের কলুষিত পরিবেশও তাকে বিপথে পরিচালিত করে। কিন্তু কোন শিশু যদি একবার সামঞ্জস্যহীন ও কলুষিত হয়ে পড়ে তবে তার সংশোধনের জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিশোর-অপরাধীদের জন্য প্রবেশনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সাধারণ আদালতের পরিবর্তে কিশোর আদালতে কিশোর-অপরাধীদের বিচার করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে কিশোর-অপরাধীদের জন্য কোন পৃথক প্রবেশনের ব্যবস্থা নেই। ১৯৬০ সনের প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স বয়স্ক অপরাধীদের জন্যও প্রযোজ্য। আমাদের দেশে এখনও কিশোর-অপরাধীদের বিচারের আগে সাধারণ হাজতে রাখা হয়। কিন্তু সাধারণ কারাগার কিশোর অপরাধীদের জন্য অপরাধের নতুন শিক্ষাগার হিসাবে কাজ করে। সেখানে বয়স্ক অপরাধীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পাকা অপরাধী হয়ে যেতে পারে। তাই বিচারের আগে হাজতের পরিবর্তে তাদের রিমান্ড হোম বা আটক নিবাসে রাখা অধিক শ্রেয়। অপরাধের প্রকৃতি ও কারণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন বিশেষে বিচারের পরে সংশোধনের জন্য অপরাধীকে কোন সংশোধনমূলক বোস্টেল জাতীয় স্কুলে পাঠাতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে ঢাকার জেলায় মুড়াপাড়ায় মাত্র একটি বোস্টেল স্কুল আছে।

আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক ও নেতা। বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ। অর্থাৎ ৮ কোটির মধ্যে প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ। এই বিপুলসংখ্যক শিশু একদিন যুব শক্তিতে পরিণত হবে। আগামী দিনের জাতিকে চিন্তায়, কর্মে, জ্ঞানে, গুণে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলবে। তাই আমাদের সজাগ থাকতে হবে এরা যেন অপরাধী হয়ে নিজের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়ে সমাজকে পঙ্গু ও বিপর্যস্ত করে না দিতে পারে।

আকরাম হোসেন চৌধুরী